অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইউনিট

ভূমিকা

অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের বেঁচে থাকার একটি কৌশল। মানুষের উৎপাদন ও বন্টন কাজ চালানোর একটি উপায়। বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান সেগুলোকে প্রধানতঃ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, মিশ্র অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি।

পাঠ ১ : অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ : ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামী অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক তফাৎগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১.১ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সাধারণভাবে বাজার অর্থনীতি বা অবাধ উদ্যোগ বা অবাধ-নীতি অর্থনীতি হিসেবেও পরিচিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বাজার শক্তির অবাধ ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এই অর্থ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা থাকে না বা নগণ্য ভূমিকা থাকে। যথাযথভাবে বলতে গেলে বিশুদ্ধ বাজার অর্থনীতি বা অবাধ-নীতি অর্থনীতি কখনও বিদ্যমান ছিল না। সমাজে যখনই কোন রাজনৈতিক সংগঠন ছিল তখনই তা কিছু কিছু অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করেছে (যেমন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা কর আরোপ)। বিশুদ্ধ বাজার অর্থনীতি একটি আদর্শ অবস্থা এবং আমাদের জানা দরকার এটি কিভাবে কাজ করে।

২.১.২ ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলঃ

১. ব্যক্তিগত সম্পত্তি

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ অর্থব্যবস্থায় ভূমি, দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানুষ নির্মিত সম্পদের মালিকানার, নিয়ন্ত্রণের ও বিলিবন্দেজ করার অধিকার ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে।

২. পছন্দ ও উদ্যোগের স্বাধীনতা

উদ্যোগের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় যে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক সম্পদ কেনা ও ভাড়া নেয়া, এই সকল সম্পদ সংগঠিত করে পছন্দমত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা পছন্দমত বাজারে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। কোন শিল্পে প্রবেশ বা প্রস্থানের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোক্তার জন্য সরকার বা অন্য উৎপাদক কোন কৃত্রিম বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।

পছন্দের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় যে, ভূমি ও মূলধনের মালিকেরা যেভাবে উপযুক্ত মনে করে সেভাবে এসব সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। শ্রমিকেরা তাদের যোগ্যতা অনুসারে পেশা বাছাই ও ত্যাগ করতে পারে। সর্বোপরি ভোক্তা তাদের পছন্দ অনুযায়ী খরচ করতে পারে। ভোক্তার স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তাকে প্রভূ বিবেচনা করা হয়। কারণ ভোক্তা যে সব দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে সমাজের সম্পদ সেসব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. স্বার্থের ভূমিকা

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিবাদী এবং এজন্য এরূপ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল ব্যক্তি স্বার্থের উন্নতি সাধন। প্রত্যেক অর্থনৈতিক একক তার নিজের জন্য যা সবচেয়ে ভাল তা করে। ফার্ম এমনভাবে উৎপাদন করে যাতে তার মুনাফা সর্বোচ্চ হয় (বা ক্ষতি নূন্যতম হয়)। ভূমি ও মূলধনের মালিক এসব সম্পদ এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা থেকে সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাওয়া যায়। শ্রমিক তার পেশা ও কর্মস্থল এমনভাবে পছন্দ করে যাতে সে সর্বোচ্চ মজুরি পায়। ভোক্তা এমনভাবে তার আয় ব্যয় করে যাতে সে সর্বোচ্চ কিস্তি লাভ করে। বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাগণ যেমন এ্যাডাম স্মীথ, যুক্তি দেখান যে ব্যক্তি স্বার্থের উন্নতিবিধানের চেষ্টা সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ বয়ে আনে।

৪. প্রতিযোগিতা

অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিযোগিতা বলতে মূলতঃ দাম প্রতিযোগিতা বুঝায়। দ্রব্য বা উপকরণের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকে। কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা বাজারের তুচ্ছ অংশ অর্থাৎ মোট ক্রয় বা বিক্রয়ের তুলনায় তার ক্রয় বা বিক্রয়ের পরিমাণ খুব অল্প। সুতরাং সে এককভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মোট চাহিদা ও যোগানের মিথ ক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে দাম নির্ধারিত হয় এবং এই দাম প্রদত্ত ধরে ক্রেতা ও বিক্রেতা সিদ্ধান্ত নেয়। তত্ত্বগতভাবে, প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশল। এটি অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ সীমিত করে। কারণ, কোন একক ফার্ম বা ব্যক্তি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

৫. বাজার এবং দাম

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দকরণে মূল্য প্রক্রিয়ার ব্যবহার। বিভিন্ন দ্রব্য ও উপকরণের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সিদ্ধান্ত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকরি হয়। ক্রেতাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা চাহিদা এবং বিক্রেতাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা যোগান নির্ধারিত হয়। চাহিদা এবং যোগানের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। এই দাম সম্পদের মালিক, উদ্যোক্তা এবং ভোক্তাদের জন্য পথনির্দেশক স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে যার ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। যেমন, কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে ঐ দ্রব্যটি উৎপাদন করা বেশী লাভজনক হয় এবং ফলে উৎপাদকেরা দ্রব্যের যোগান বাড়ায়।

দাম রসদবন্টন কৌশল হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক দ্রব্য দুষ্পাপ্য। এসব দুস্প্রাপ্য দ্রব্যের যারা চাহিদা সৃষ্টি করে দাম তাদের মধ্যে দ্রব্য সংবিভাগ করে। কোন দ্রব্যের যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পায়। যারা বেশি দাম দিতে সক্ষম নয় তারা বাজার থেকে সরে যায়। যারা বেশি দিতে সক্ষম তারা দুস্প্রাপ্য দ্রব্যটি পেতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, দাম প্রয়োজন বা অভাব অনুসারে দ্রব্য সংবিভাগ করে না বরং দাম প্রদানের ক্ষমতা অনুসারে দ্রব্য সংবিভাগ করে।

৬. সরকারের সীমিত ভূমিকা

প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পদের ব্যবহার বা বরাদ্দকরণে সর্বাপেক্ষা দক্ষ। তাই এরূপ অর্থনীতির কার্যপরিচালনার জন্য বস্তুতপক্ষে সরকারের কোন ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহার এবং ব্যক্তির পছন্দের সীমারেখা টানার জন্য সরকার শুধু যথাযথ আইন কাঠামো দিতে পারে। যেমন, নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে মাদক দ্রব্য উৎপদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।

২.১.৩ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলতে এমন অর্থনীতি বুঝায় সেখানে সম্পদের সামাজিক মালিকানা বিদ্যমান এবং মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সমাধা হয়।

২.১.৪ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল।

১. অর্থনৈতিক সম্পদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সম্পদের সামাজিক মালিকানা থাকে। ভুমি, আবাসন, কলকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সাধারণতঃ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকে। আয় ও সম্পদ বন্টনে যাতে প্রকট বৈষম্য সৃষ্টি না হয় এজন্য এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে। তাছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও রাষ্ট্রের হাতে সম্পদের প্রত্যক্ষ মালিকানা থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সম্পদের মালিকানা ব্যক্তিগত না হয়ে যৌথ হওয়ার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সম্পদের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা গৃহীত হয়। কি উৎপাদিত হবে, কিভাবে উৎপাদিত হবে এবং কিভাবে উৎপাদিত দ্রব্য বন্টিত হবে তা কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করে। বিকল্পভাবে, সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকলে ও খামার, কলকারখানা এবং দোকানের দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব শ্রমিক ও ভোক্তার সমবায়ের নিকট দেয়া হতে পারে।

যে সমাজে সম্পত্তির সরকারী মালিকানা থাকে তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা থেকে কোন ব্যক্তিগত আয় উদ্ভূত হয় না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির মালিকানা থেকে সুদ, খাজনা এবং মুনাফা অর্জিত হয়।

২. নির্দেশিত পরিকল্পনা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কি উৎপাদিত হবে এবং কি ভাবে উৎপাদিত হবে এই সিদ্ধান্ত মুনাফা উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তি স্বার্থের অবাধ ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না। কোন নির্বাচিত বা নিয়োগকৃত পরিকল্পনাবিদ গোষ্ঠীর এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হয়ে থাকে যে, উৎপাদন ব্যবহারের জন্য মুনাফার জন্য নয়। প্রথমে চূড়ান্ত দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এরপর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ এবং বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে

প্রবাহ হিসাব করা হয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিশদভাবে তৈরি করা হয়। তবে ফার্মগুলো বিভিন্ন প্রকার শ্রমের সমন্বয় নির্বাচনে ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে।

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতন ঘটে এবং বাজার অর্থনীতির বিজয় ঘটে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতিতে উত্তরণের উৎকৃষ্ট পথের সন্ধান চলছে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদগণ গবেষণা করছেন।

২.১.৫ মিশ্র অর্থনীতি

বর্তমান কালে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক বা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নয়। বর্তমানে সকল অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি। মিশ্র অর্থনীতি বলতে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে বাজার ও নির্দেশমূলক উভয় প্রকার অর্থনীতির উপাদান বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কখনই শতকরা ১০০ ভাগ বাজার অর্থনীতি ছিলনা। বর্তমান কালে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান, মূলত বাজার অর্থনীতি বিদ্যমান এসব দেশে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাজারের মাধ্যমে গৃহীত হয়। কিন্তু এসব দেশে বাজারের শক্তির ক্রিয়া সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সরকার কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সরকার অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন ও বিধি প্রণয়ন করে ও জনউপযোগী সেবাকর্ম প্রদান করে। এসব দেশে নির্দেশমূলক ও বাজার অর্থনীতির মিশ্রণ বিদ্যমান।

২.১.৫.১ মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপাদান বিদ্যমান থাকে। মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **ব্যক্তিগত ও সরকারী খাতের সহাবস্থান :** মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ব্যক্তিগত ও সরাারী খাত একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ব্যক্তিগত ও সরকারী খাতের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন, ভারী প্রকৌশল শিল্প, সামরিক উপকরণ, আনবিক শক্তি ইত্যাদি সাধারণতঃ সরকারী খাতে থাকে। অপরদিকে, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষি ইত্যাদি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত খাতে থাকে।

২. **দাম ব্যবস্থা ও সরকারী নির্দেশের ভূমিকা :** মিশ্র অর্থনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এটি দাম ব্যবস্থা ও সরকারী নির্দেশ উভয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারী খাতের উৎপাদন, দাম ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করে। অপরদিকে, ব্যক্তিগত খাতের উৎপাদন, দাম ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মুনাফা সর্বোচ্চকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

৩. **সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আইন :** ব্যক্তিগত খাতে যে শুধু ব্যক্তির স্বার্থে পরিচালিত না হয় এজন্য মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত খাতের কার্যকলাপ সরকারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, কোন শিল্পস্থাপনের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরী আইন মেনে চলতে হয়, পরিবেশ দূষণকারী ফার্মকে কর দিতে হয় বা সরকারী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।

৪. **ভোক্তার স্বাধীনতা :** মিশ্র অর্থনীতিতে ভোক্তার স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। ভোক্তা বাজারে নির্ধারিত দামে তার পছন্দসই পণ্য বাজার থেকে ক্রয় করতে পারে। উৎপাদক ফার্ম ভোক্তার পছন্দসই পণ্য বাজারে যোগান দেয়। অবশ্য কখনও কখনও সরকার ভোক্তার

স্বার্থে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে বা সীমিত যোগান বিশিষ্ট দ্রব্য রেশনিং এর মাধ্যমে বন্টন করে।

২.১.৬ ইসলামী অর্থনীতি

ইসলামী অর্থনীতি বলতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজে সম্পদের দক্ষ বরাদ্দ ব্যবস্থাকে বুঝায়। এই অর্থনৈতিক ব্যবহার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হল :

ক) **সুদ হারাম :** ইসলামী অর্থনীতিতে সুদকে হারাম করা হয়েছে। সুদ ঋণদানকারীর জন্য নিশ্চিত প্রতিদানের ব্যবস্থা করে; ঋণ গ্রহীতার ঝুঁকি বিবেচনা করে না। কোন ব্যাংক ঋণ দান করলে ঋণের অর্থ দ্বারা পরিচালিত বিনিয়োগ বা ব্যবসায় ব্যর্থ হলেও ব্যাংক নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পায়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি ব্যাংকে আমানত রাখলে আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ পায় যদিও আমানতের অর্থ ঋণ দিয়ে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে ঋণের কোন ঝুঁকি না নিয়ে ব্যাংক বা ব্যক্তি ঋণের উপর সুদ অর্জন করে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা দাবী করে যে ব্যবসায় লাভজনক হলে যেমন তারা মুনাফার অংশ পাবে, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তেমনি তারা ক্ষতির ভাগ বহন করবে। অর্থাৎ ঋণদানকারী মুনাফা ও ঝুঁকি উভয়েরই অংশ বহন করবে।

খ) **ইসলামী পুর্নবন্টন :** ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইসলামী পুর্নবন্টন ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতিতে পুর্নবন্টনের উদ্দেশ্যে যে সকল হাতিয়ার ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে যাকাত (নিসাব স্তরের অতিরিক্ত সম্পদের উপর শতকরা ২.৫ হারে আরোপিত কর), সদকা (স্বেচ্ছামূলক দান), গনিমত (যুদ্ধে লুণ্ঠিত মাল), খারাজ (যুদ্ধে বিজিত ভূমির উপর আরোপিত কর), উশর (শস্যের উপর যাকাত) ইত্যাদি। মনে করা হয় যে, যাকাত আয় পুর্নবন্টনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র একজন মুসলমান রাষ্ট্র আরোপিত আয়কর ফাঁকি দিতে পারে। কিন্তু সে ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় বিধান কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত স্বেচ্ছায় প্রদান করবে।

গ) **ইসলামী অর্থনৈতিক নিয়ম :** ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি বা ফার্ম ইসলামী নিয়মের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করে। এ সকল নিয়ম ভাল কাজে উৎসাহ দান করে এবং মন্দ কাজ নিরুৎসাহিত করে। এসব নিয়ম অপচয়, অমিতব্যয় ও আড়ম্বর পরিহার করতে উৎসাহ দেয়। ক্ষতিকর বাহ্যিকতা সৃষ্টি করে এরূপ কাজকে নিরুৎসাহিত করে। এরা ঔদার্য উৎসাহিত করে। তারা ব্যক্তিকে কঠোর পরিশ্রম করতে, ন্যায্য মূল্য চাইতে এবং অন্যান্যদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ সকল নিয়মের উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বার্থপর ও অর্পনেচ্ছু অর্থনৈতিক মানুষকে উৎকৃষ্ট গুণাবলীসম্পন্ন ইসলামী মানুষে রূপান্তরিত করা। একজন ইসলমী মানুষ স্বাধীনভাবে সম্পত্তি অর্জন করে, কিন্তু কখনও ফটকা কারবার, জুয়া, মজুদদারী কিংবা ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন করে না। সে যদিও সবসময় ভাল দামে জিনিস বিক্রয় করতে চায়, সে সবসময় তার লেনদেনের অংশীদারের ন্যায্য ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে।

এভাবে ইসলামী অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্থনীতি থেকে পৃথক। ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত, আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তা খুবই সংকীর্ণ। ইসলামী অর্থনীতি একটি তত্ত্বীয় পন্থা যা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে কাম্য স্তরে সীমিত করে।

অনুশীলনী ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সরকারের হস্তক্ষেপের মাত্রা
   ক. অতিরিক্ত
   খ. সীমিত
   গ. খুবই সীমিত
   ঘ. মোটেই নেই

২. কোন্ ধরনের ব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী?
   ক. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি
   খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি
   গ. ইসলামী অর্থনীতি
   ঘ. উপরের সব কয়টিই সঠিক

৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদের মালিক হচ্ছে –
   ক. ব্যক্তি
   খ. রাষ্ট্র
   গ. একটি বিশেষ গোষ্ঠী
   ঘ. উপরের কোনটিই সত্য নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ কি কি? বর্ণনা করুন।

২. মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

৩. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

পাঠ ২ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি। অর্থনীতির সকল খাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারী খাতকে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারী খাতের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমান বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বেসরকারী খাতের ভূমিকাই প্রধান। তবে কিছু ক্ষেত্রে সরকারী খাতের সীমিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

ক) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি জমির ক্ষেত্রে, সম্পত্তির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

খ) ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যবসা- বানিজ্য ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু শিল্প স্থাপন, ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি সরকারী নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, বাজারে নির্দ্দিষ্ট গুণগত মানের দ্রব্য বিক্রয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন। এ ছাড়া বেআইনী পেশা গ্রহণের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে।

গ) বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে কোন কোন পণ্যের বাজার সরকারী হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেমন, ধান কাটার মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহ, বেশি দামের সময় খোলা বাজারে ন্যায্যমূল্যে চাল বিক্রয়, ঘাটতির সময় চাল আমদানি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। তবে ধীরে ধীরে বাজার অর্থনীতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের গুরুত্ব হ্রাস পায়। বর্তমানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল কাজ পরিচালিত হলেও শিল্পখাত, আর্থিক খাত, যোগাযোগ ও পরিবহন খাত, খনিজ ও জ্বালানী খাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত রয়েছে।
শিল্প আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ৬টি ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যান্য সকল শিল্প ব্যক্তিগত খাতের বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ঙ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় খাত গুরুত্বপূর্ণ ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। বিশেষত, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চ) যে সকল ব্যক্তি বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে না বা অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না বাজার অর্থনীতিতে তাদের কল্যাণ হয় না। এসব বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করে। যেমন, দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ডি,জি,ডি কর্মসূচী ইত্যাদি।

ছ) অর্থনীতিতে কোন দুর্যোগ বা সঙ্কট দেখা দিলে সরকার তা মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাধি ইত্যাদির প্রকোপ লাঘবের জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোন বাজারে যোগানের স্বল্পতার জন্য বা ফটকাবাজির জন্য অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে বাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অনুশীলনী ১.৩

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কোন্ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান? ব্যাখ্যা করুন।